201.আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (RMFI)

AIBB-এর জন্য

First Edition: September 2023
Second Edition: March 2024
Third Edition: June 2024
Fourth Edition: January 2025
Fifth Edition: June 2025
Sixth Edition: January 2026
Seventh Edition: July 2026

This book is the result of the author's hard work and is protected by copyright. Any copying or sharing without permission is strictly prohibited by copyright law.

written by By:
Mohammad Samir Uddin, CFA
Chief Executive Officer
A Leading Asset Management Company
Former Principal Officer of EXIM Bank Limited
CFA Chartered from CFA Institute, U.S.A.
BBA, MBA (Major in finance) From Dhaka University
Qualified in Banking Diploma and Diploma in Islami Banking
Course instructor: 10 Minute School of 96th BPE
Founder: MetaMentor Center.

MetaMentor Center

Price: 350Tk.

For Order:
www.metamentorcenter.com
WhatsApp: 01310-474402

Metamentor Center
Unlock Your Potential Here.

সূচিপত্র:

এসএল	বিস্তারিত	পৃষ্ঠা নং
1	**মডিউল এ:** ভূমিকা	04-24
2	**মডিউল বি:** ঝুঁকি শনাক্তকরণ ও মূল্যায়ন	25-43
3	**মডিউল সি:** ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও চেকলিস্ট	44-59
4	**মডিউল ডি:** পরিচালনগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	60-67
5	**মডিউল ই:** এন্টারপ্রাইজ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (ইআরএম) বাস্তবায়নের ধাপ	68-77
6	**মডিউল এফ:** আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে নীতিগত উদ্যোগ	78-111
7	**মডিউল জি:** ব্যাসেল মূলধন কাঠামো বা চুক্তি বাস্তবায়ন	112-156
8	***বিগত বছরের প্রশ্ন***	157-164

Suggestion:

- **Read 4 star and 5 star marked chapter if you have time shortage to read all chapter.**
- **Must read short questions and difference from all chapter.**
- **MetaMentor Center suggest to read whole note to find 100% common in exam. We cover everything in our note.**

Important	Details	Number of Question common in previous years
*****	**মডিউল এ:** ভূমিকা	19
*****	**মডিউল বি:** ঝুঁকি শনাক্তকরণ ও মূল্যায়ন	18
***	**মডিউল সি:** ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও চেকলিস্ট	12
***	**মডিউল ডি:** পরিচালনগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	08
***	**মডিউল ই:** এন্টারপ্রাইজ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (ইআরএম) বাস্তবায়নের ধাপ	10
*****	**মডিউল এফ:** আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে নীতিগত উদ্যোগ	30
*****	**মডিউল জি:** ব্যাসেল মূলধন কাঠামো বা চুক্তি বাস্তবায়ন	22
*****All short questions and difference from all chapter and end of note *****		

MetaMentor Center

সিলেবাস

মডিউল এ: পরিচিতি: ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ব্যাপ্তি ও ধারণা এবং এন্টারপ্রাইজ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (ERM), ঝুঁকি সংস্কৃতি, ঝুঁকি কৌশল, ঝুঁকি গ্রহণক্ষমতা ও সহনশীলতা, ঝুঁকি মূল্যায়ন ও প্রতিকার, ঝুঁকি, প্রশাসন ও সংগঠন, অন্তর্নিহিত ঝুঁকি, নিয়ন্ত্রণ, অবশিষ্ট ঝুঁকি।

মডিউল বি: ঝুঁকি সনাক্তকরণ ও মূল্যায়ন: ঝুঁকি সনাক্তকরণের সংস্কৃতি, ঝুঁকি সনাক্তকরণের প্রক্রিয়া, ঝুঁকির শ্রেণিবিন্যাস, আর্থিক ঝুঁকি, আর্থিক নয় এমন ঝুঁকি, ঝুঁকি মূল্যায়ন কৌশল, সম্ভাব্যতা, সম্ভাব্য প্রভাব, প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি নির্বাচন, প্রধান ঝুঁকি নির্দেশক (KRI), ঝুঁকি রেজিস্টার, ঝুঁকি রেটিং।

মডিউল সি: ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও চেকলিস্ট: কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার উপাদানসমূহ, সাউন্ড ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মানদণ্ড। ব্যাংক তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা, পরিচালনা পর্ষদের তদারকি - পরিচালনা পর্ষদের ভূমিকা, পরিচালনা পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি (BRMC)-এর ভূমিকা। সিনিয়র ব্যবস্থাপনার তদারকি - নির্বাহী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি (ERMC) এর ভূমিকা ও কার্যাবলি, চিফ রিস্ক অফিসার (CRO) - নিয়োগ, দায়িত্ব ও কার্যাবলি, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ (RMD)-এর ভূমিকা ও কার্যাবলি। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা: অভ্যন্তরীণ অংশীজন (যেমন বিভিন্ন ঝুঁকি কমিটি, ইউনিট/সেল), বাহ্যিক অংশীজন (যেমন নিয়ন্ত্রক সংস্থা, নিরীক্ষক, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি, উন্নয়ন সহযোগী ও ঋণদাতা)। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা চেকলিস্ট: ঝুঁকি কাঠামো, ঝুঁকি কৌশল, ঝুঁকি প্রটোকল।

মডিউল ডি: কার্যক্রমভিত্তিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: কার্যক্রমভিত্তিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, এর উপাদান ও কারণসমূহ (মানুষ, প্রক্রিয়া, সিস্টেম ইত্যাদি), তিনটি প্রতিরক্ষা স্তর (3LoDs), কার্যক্রমভিত্তিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি, ৩ স্তরের উপাদান ও সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ, ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া, পরিমাপ, সংকট প্রস্তুতি পরিকল্পনা ইত্যাদি।

মডিউল E: এন্টারপ্রাইজ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়নের ধাপসমূহ: পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তুলনা, পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণ, শিক্ষা ও প্রতিবেদন প্রস্তুতি। স্ট্রেস টেস্টিং পরিচালনা - এর প্রভাব পরিচালনা পর্ষদ ও শীর্ষ ব্যবস্থাপনাকে জানানো।

মডিউল F: আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতিমালার উদ্যোগ: বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত মূল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উদ্যোগসমূহ: ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (CRM), সম্পদ-দায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (ALM), বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (FX), মানি লন্ডারিং বিরোধী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (AML), অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও সম্মতি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (ICC), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (ICT), পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (E&S ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা)।

মডিউল G: বাসেল মূলধন কাঠামোর বাস্তবায়ন: বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত বাসেল মূলধন কাঠামো: মূলধনের উপাদানসমূহ (CET1, Tier 1, Tier 2), এর আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্ব, মূলধন অনুপাতের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমা, মূলধনের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে পরিচালনা পর্ষদ ও শীর্ষ ব্যবস্থাপনার তদারকি, মূলধন পরিকল্পনা ও লভ্যাংশ নীতিমালা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে মূলধনের সম্পর্ক। পিলার ১-এর আওতায় ঝুঁকি ওজনযুক্ত সম্পদ (RWA) পরিমাপ: ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি ও কার্যক্রমভিত্তিক ঝুঁকি, প্রতিটি ঝুঁকির জন্য RWA ব্যবস্থাপনার কৌশল। পিলার ২-এর আওতায় মূলধন প্রয়োজন পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনা - তত্ত্বাবধায়ক পর্যালোচনা প্রক্রিয়া, বিভিন্ন ঝুঁকির বিপরীতে মূলধন প্রয়োজন নির্ধারণে ICAAP ডকুমেন্ট প্রস্তুতি। পিলার ৩ - বাজার শৃঙ্খলা: বিভিন্ন অংশীজনের জন্য এর গুরুত্ব। বাসেল কাঠামো অনুযায়ী তারল্য অনুপাতসমূহ - তারল্য কভারেজ অনুপাত (LCR), নেট স্থায়ী অর্থায়ন অনুপাত (NSFR), লিভারেজ অনুপাত - গণনার পদ্ধতি ও ব্যাংকের জন্য এর গুরুত্ব।

MetaMentor Center

মডিউল -A:
ভূমিকা: ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

প্রশ্ন-01. ঝুঁকি বলতে কী বোঝেন? BPE-99th.

অথবা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বিবেচনা করে 'ঝুঁকি' ব্যাখ্যা করুন। BPE-98th,BPE-5th

ঝুঁকি বলতে সম্ভাবনাময় আর্থিক ক্ষতিকে বুঝায়। অনিশ্চিত ফলাফল বা নেতিবাচক ঘটনাগুলির সম্ভাবনাকে ঝুঁকি বোঝায় যা একটি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাফল্যকে নানান ভাবে প্রভাবিত করে। এতে আর্থিক ক্ষতি বা অপারেশনাল ব্যাঘাতের সম্ভাবনা অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, ঋণগ্রহীতারা তাদের ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ প্রেক্ষিতে ব্যাংকের ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জন এবং ব্যাংক পরিচালনায় ব্যঘাত ঘটে। সুতরাং সহজ ভাষায়, ঝুঁকি বলতে খারাপ কিছু ঘটার সম্ভাবনাকে বুঝায়।

প্রশ্ন-02. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management) বলতে আপনি কী বোঝেন? BPE-97 th BPE-99th.

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় ঝুঁকিগুলি চিহ্নিত করা এবং দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার প্রভাবকে হ্রাস এবং নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এটি বিনিয়োগের সিদ্ধান্তে অনিশ্চয়তা দূর করার একটি কৌশল। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াটি ব্যবসা এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি এড়াতে বা কমাতে সহায়তা করে। কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলির মধ্যে রয়েছে বহুমুখীকরণ, হেজিং, বীমা, এবং জরুরী তহবিল আলাদা করা। পদ্ধতিগতভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলি তাদের সম্পদ রক্ষা, স্থিতিশীলতা নিশ্চিত এবং আরও নির্ভরযোগ্যভাবে তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে সহায়তা করে। এটি যে কোনো প্রচেষ্টায় অনিশ্চয়তা নেভিগেট করার জন্য জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাথে সম্পর্কিত।

প্রশ্ন-03. ঝুঁকি এবং রিটার্নের মধ্যে সম্পর্ক কি? BPE-97th.

অথবা ,ঝুঁকি এবং রিটার্ন একই মুদ্রার দু'টি পিঠ" ব্যাখ্যা করুন।BPE-7th

ঝুঁকি এবং রিটার্ন একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সাধারণত, উচ্চ ঝুঁকির বিনিয়োগে উচ্চতর রিটার্নের সম্ভাবনা থাকে আবার যখন কম ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ সাধারণত কম রিটার্ন দেয়। এই সম্পর্ক এই নীতির উপর ভিত্তি করে যে বিনিয়োগকারীদের অতিরিক্ত ঝুঁকি নেওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি সরকারী বন্ড কম ঝুঁকি হিসাবে বিবেচিত সাধারণত একটি পরিমিত রিটার্ন প্রদান করে। বিপরীতে, বাজারের অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তার কারণে ঝুঁকিপূর্ণ স্টকগুলি উচ্চতর রিটার্নের সুযোগ দেয়। বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি সহনশীলতা এবং বিনিয়োগের লক্ষ্যগুলির সাথে সারিবদ্ধ করার জন্য এই উপাদানগুলির ভারসাম্য বজায় রাখে। সংক্ষেপে, ঝুঁকি-রিটার্ন ট্রেডঅফ একটি মৌলিক ধারণা যেখানে উচ্চতর ঝুঁকি উচ্চতর পুরস্কারের সম্ভাবনার সাথে যুক্ত।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-04. সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাংকিং বই, ট্রেডিং বই এবং অফ-ব্যালেন্স শীট এক্সপোজারের সাথে অন্তর্ভুক্ত ঝুঁকিগুলি বর্ণনা করুন।

Or, Business Line from Risk Management Perspective.

একটি ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ বিভিন্ন ঝুঁকি বহন করে:

১. **ব্যাংকিং বুক:** এখানে ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ যেমন—ঋণ ও বন্ধক সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করে। এখানে প্রধান ঝুঁকি হলো ক্রেডিট ঝুঁকি, যেমন—জনগণ তাদের ঋণ ফেরত না দেওয়া। সুদের হারের পরিবর্তনও একটি ঝুঁকি হতে পারে, যা এই ঋণ থেকে ব্যাংকের উপার্জনকে সরাসরি প্রভাবিত করে।

২. **ট্রেডিং বুক:** এটি ব্যাংকের স্বল্পমেয়াদী আর্থিক কার্যক্রম, যেমন স্টক বা বন্ড কেনা-বেচা। যদি বাজার মূল্য ভুল পথে চলে যায় বাজার ঝুঁকি এখানে বড় উদ্বেগ যেখানে ব্যাংক দ্রুত অর্থ হারাতে পারে।

৩. **অফ-ব্যালেন্স শীট এক্সপোজার:** এটি হল ব্যাংকের এমন ডিল যা গ্যারান্টি বা ডেরিভেটিভের মতো মূল আর্থিক বিবৃতিতে দেখা যায় না। এখানে ঝুঁকি প্রায়ই লুকানো থাকে এবং ক্রেডিট ঝুঁকি এবং বাজার ঝুঁকি উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। এছাড়াও, এগুলি ট্র্যাক রাখা কঠিন, তাই আশ্চর্যজনক ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।

ব্যাংককে স্থিতিশীল ও লাভজনক রাখতে প্রতিটি ক্ষেত্রে সতর্ক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিত করতে ব্যাংকগুলির জন্য এই ঝুঁকিগুলি বোঝা এবং পরিচালনা করা অপরিহার্য।

প্রশ্ন-05. আপনার প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থায় কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন বলে মনে করেন? BPE-96th

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে **নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:**

১. **প্রযুক্তির আধুনিকায়ন:** ঝুঁকি নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণের জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করলে ঝুঁকি সনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা অনেক বৃদ্ধি পাবে।

২. **নিয়ন্ত্রক নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য:** Basel III-এর মতো আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মূলধন পর্যাপ্ততা, স্ট্রেস টেস্টিং এবং তারল্য ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

৩. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংস্কৃতি গড়ে তোলা:** প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরে ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে হবে, যাতে প্রতিদিনের কার্যক্রমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

৪. **প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন:** কর্মীদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা সর্বশেষ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত থাকে।

৫. **সমন্বিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:** ঋণ, বাজার, পরিচালন ও অন্যান্য ঝুঁকির জন্য একটি একীভূত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

৬. **সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা:** ডিজিটাল হুমকি প্রতিরোধের জন্য সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে এবং তথ্যের নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

এই পরিবর্তনগুলো ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ আরও কার্যকর করবে এবং বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।

প্রশ্ন-06. আপনার ব্যাংকের ঝুঁকি বিবেচনায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় আপনার ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন। (BPE-98th)

ক্রেডিট বিভাগের একজন কর্মকর্তা হিসেবে কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলো পালন করা হয়:

১. **ক্রেডিট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:**
   - ঋণগ্রহীতার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা মূল্যায়ন করা।
   - ঋণ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া।
   - ঋণের গুণগত মান বজায় রেখে খেলাপি ঋণ কমানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

MetaMentor Center

২. **পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন:**
   - ঋণের কার্যকারিতা নিয়মিত পর্যালোচনা করা।
   - সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো দ্রুত শনাক্ত করে উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনাকে জানানো।

৩. **ঝুঁকি প্রশমন কৌশল:**
   - ঋণের সুরক্ষার জন্য জামানত, গ্যারান্টি, বা ক্রেডিট ডেরিভেটিভস ব্যবহার করা।
   - ঋণের সম্ভাব্য ক্ষতি কমানোর জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪. **নীতিমালা অনুসরণ:**
   - ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা।
   - নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশিকা মেনে চলা এবং ব্যাংকের ঝুঁকি গ্রহণ সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখা।

৫. **সক্রিয় মূল্যায়ন:**
   - উদীয়মান ঝুঁকি চিহ্নিত করা।
   - ঝুঁকির সম্ভাব্য প্রভাব কমাতে কৌশলগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এই পদক্ষেপগুলো ব্যাংকের সামগ্রিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-07. আপনি কি মনে করেন যে তত্ত্বাবধায়ক এবং নিয়ন্ত্রকদের (supervisors and regulators) যথাযথ উদ্যোগই একটি প্রতিষ্ঠানে সঠিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার একমাত্র উপায়? BPE-96th.

তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রকেরা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দেশিকা ও মান নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে কোনো প্রতিষ্ঠানে সঠিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার একমাত্র কারণ তারা নয়; কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ব্যবস্থার উপরও নির্ভর করে:

১. **নিয়ন্ত্রক ভূমিকা:** সুপারভাইজার এবং নিয়ন্ত্রকেরা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দেশিকা এবং সম্মতি /কমপ্লায়েন্স মান প্রতিষ্ঠা করে।
২. **একমাত্র সমাধান নয়:** কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য শুধু নিয়ন্ত্রক সম্মতি বা কমপ্লায়েন্স যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত থাকে।
৩. **সাংগঠনিক সংস্কৃতি:** একটি ঝুঁকি-সচেতন সংস্কৃতি সমস্ত কর্মচারীকে ঝুঁকি সনাক্তকরণ এবং প্রশমনে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করে।
৪. **নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি:** নেতৃত্বকে অবশ্যই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং যথাযথভাবে সম্পদ বরাদ্দ করতে হবে।
৫. **কর্মচারী প্রশিক্ষণ:** চলমান প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করে যে কর্মচারীরা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুশীলন এবং তাদের ভূমিকা বুঝতে পারে।
৬. **অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ:** শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণগুলি কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিরীক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য অপরিহার্য।
৭. **ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ:** নিয়মিত মূল্যায়ন নতুন ঝুঁকির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল উন্নত করতে সাহায্য করে।
৮. **সক্রিয় ব্যবস্থা:** সংস্থাগুলিকে ঝুঁকিগুলি পরিচালনা করতে নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার বাইরে সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা একটি বিস্তৃত পদ্ধতি তৈরি করার জন্য একটি সংস্থার অভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টার সাথে নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকাকে একত্রিত করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-08. একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুদৃঢ় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা পর্ষদ ও উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার সক্রিয় অংশগ্রহণ কীভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা করুন। BPE-97th.

একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঠিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পরিচালনা পর্ষদ ও উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১. **কৌশলগত সামঞ্জস্য:** পরিচালনা পর্ষদ ও উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার অংশগ্রহণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশলকে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখে। এর ফলে ঝুঁকি গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য বাস্তবায়নের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না।

২. **ঝুঁকি সচেতন সংস্কৃতি গড়ে তোলা:** পরিচালনা পর্ষদের ভূমিকা ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন একটি কর্মপরিবেশ তৈরি করে। তাদের নৈতিক ও ঝুঁকি সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠানের সব পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে, যা একটি শক্তিশালী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

৩. **সিদ্ধান্ত গ্রহণের তদারকি:** পরিচালনা পর্ষদ ও উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর ওপর তদারকি করে, যাতে ঝুঁকিগুলো যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয় এবং প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি গ্রহণ ক্ষমতার মধ্যে থাকে।

৪. **সম্পদ বরাদ্দ:** কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের প্রয়োজন। পরিচালনা পর্ষদ ও উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা ঝুঁকি সনাক্তকরণ, মূল্যায়ন ও প্রশমন কার্যক্রমের জন্য যথাযথ সম্পদ বরাদ্দ নিশ্চিত করে।

৫. **নিয়ন্ত্রণ ও সুশাসন:** পরিচালনা পর্ষদের সক্রিয় ভূমিকা নিয়ন্ত্রক সংস্থার নীতিমালা ও সুশাসন মানদণ্ড অনুসরণ নিশ্চিত করে, যা আইনি ও নিয়ন্ত্রক ঝুঁকি হ্রাস করতে সাহায্য করে।

সর্বোপরি, পরিচালনা পর্ষদ ও উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার সক্রিয় অংশগ্রহণ একটি ঝুঁকি সচেতন সংস্কৃতি তৈরি করে, কৌশলগত লক্ষ্যগুলোর সাথে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে সংযুক্ত করে এবং কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় তদারকি ও সম্পদ বরাদ্দ নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-09. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরিধি আলোচনা কর।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরিধি বলতে একটি প্রতিষ্ঠানের (বিশেষ করে ব্যাংকের) বিনিয়োগ ও সার্বিক কার্যাবলি সুচারুভাবে পরিচালনা এবং সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি থেকে প্রতিষ্ঠানকে সুরক্ষিত রাখার জন্য যেসব ক্ষেত্র মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তার সামগ্রিক রূপকে বোঝায়। একটি ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিস্তৃত পরিধির মধ্যে সাধারণত নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে:

১. **ক্রেডিট ঝুঁকি (Credit Risk):** ঋণগ্রহীতারা যেন যথাসময়ে তাদের গৃহীত ঋণ ফেরত দিতে পারে, তা নিশ্চিত করা এবং ঋণখেলাপি হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করা।

২. **বাজার ঝুঁকি (Market Risk):** সুদের হার, শেয়ারের দাম বা বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তনের ফলে ব্যাংকের বিনিয়োগ ও সম্পদের ওপর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা।

৩. **পরিচালন ঝুঁকি (Operational Risk):** ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া, কর্মী, তথ্যপ্রযুক্তি সিস্টেম (যেমন- কম্পিউটার ও গ্রাহক পরিষেবা) বা কোনো বাহ্যিক কারণে সৃষ্ট বিঘ্ন ও ক্ষতি প্রতিরোধ করা।

৪. **পরিপালন ঝুঁকি (Compliance Risk):** নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সকল আইন, বিধিবিধান এবং নিয়ম-নীতি যথাযথভাবে মেনে চলা নিশ্চিত করা।

৫. **কৌশলগত ঝুঁকি (Strategic Risk):** ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়ন, নতুন কোন বাজারে প্রবেশ করা হবে এবং কোন কোন সেবা দেওয়া হবে—এসব ক্ষেত্রে উদ্ভূত সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো মূল্যায়ন করা।

৬. **সুনামগত ঝুঁকি (Reputational Risk):** গ্রাহক ও জনসাধারণের কাছে ব্যাংকের ভাবমূর্তি এবং বিশ্বাসযোগ্যতা যেন ক্ষুণ্ণ না হয়, তা নিশ্চিত করতে নেতিবাচক পরিস্থিতি পরিচালনা ও প্রতিরোধ করা

MetaMentor Center

প্রশ্ন-10. কার্যকর এন্টারপ্রাইজ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট (ERM) বজায় রাখার সুবিধা বর্ণনা করুন?

কার্যকর এন্টারপ্রাইজ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট (ERM) বজায় রাখা বেশ কিছু সুবিধা প্রদান করে:

১. **কার্যকর সুরক্ষা:** এটি আগাম ঝুঁকি চিহ্নিত করতে সহায়তা করে এবং প্রশমিত করা, সম্ভাব্য হুমকি থেকে সংস্থাকে রক্ষা করে।

২. **তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** এটি সুপরিচিত এবং কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ডেটা-চালিত অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

৩. **সহনশীলতা:** এটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা এবং অনিশ্চয়তা থেকে মানিয়ে নেওয়ার এবং পুনরুদ্ধার করার জন্য সংস্থার ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে।
৪. **সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার:** ঝুঁকি পরিচালনার জন্য দক্ষতার সাথে সম্পদ বরাদ্দ করা এবং খরচ সমন্বয় করে।
৫. **স্টেকহোল্ডারদের আস্থা:** দায়িত্বশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুশীলন প্রদর্শনের মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে আস্থা ও ভরসা তৈরি করে।
৬. **দীর্ঘস্থায়ী প্রবৃদ্ধি:** কৌশলগত পরিকল্পনায় ঝুঁকি বিবেচনা করে দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য এবং স্থায়িত্বকে সমর্থন করে।
৭. **বিধিবিধান অনুসরণ:** আইন, প্রবিধান এবং শিল্পের মানদণ্ডের আনুগত্য নিশ্চিত করা এবং সুনামগত ঝুঁকি হ্রাস করে।

কার্যকরী ERM সাংগঠনিক স্থিতিশীলতা এবং সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাবগুলি কমিয়ে সুযোগগুলিকে পুঁজি করার ক্ষমতা বাড়ায়।

প্রশ্ন-11. ঝুঁকি সংস্কৃতির সংজ্ঞা দাও? কেন ঝুঁকি সংস্কৃতি যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া উচিত? BPE-99th.
অথবা, কার্যকর ব্যাংক ব্যবস্থাপনার জন্য ঝুঁকি সংস্কৃতি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আলোচনা করুন। BPE-97th.

রিস্ক কালচার (Risk Culture) বলতে প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মীদের মধ্যে ঝুঁকি শনাক্তকরণ, মূল্যায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিবেদন সম্পর্কিত অভিন্ন মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ ও মানসিকতাকে বোঝায়। এটি প্রকাশ করে যে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা ঝুঁকি সম্পর্কে কতটা সচেতন এবং দৈনন্দিন কার্যক্রমে ঝুঁকির প্রতি কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখায়। একটি শক্তিশালী ও সুসংহত রিস্ক কালচার কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান ভিত্তি।

ব্যাংকের ক্ষেত্রে রিস্ক কালচার গড়ে তোলা হয় উপযুক্ত নীতিমালা, কার্যকর যোগাযোগ, প্রশিক্ষণ এবং নেতৃত্বের মাধ্যমে। প্রতিটি কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় তার নিজস্ব দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। একটি সুদৃঢ় রিস্ক কালচার ঝুঁকি যথাসময়ে শনাক্ত, মূল্যায়ন, প্রতিবেদন এবং মোকাবিলা করতে সহায়তা করে, ফলে ব্যাংক তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফলভাবে অর্জন করতে পারে।

রিস্ক কালচারের গুরুত্ব:

১. **কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:** এটি ঝুঁকি সঠিকভাবে শনাক্ত, মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
২. **উন্নত সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** এটি ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের ঝুঁকি-সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।
৩. **প্রাথমিক ঝুঁকি শনাক্তকরণ:** এটি নতুন বা অতিরিক্ত ঝুঁকি দ্রুত চিহ্নিত ও রিপোর্ট করতে উৎসাহিত করে।
৪. **জবাবদিহিতা বৃদ্ধি:** এটি কর্মীদের মধ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে।
৫. **জনআস্থা বৃদ্ধি:** একটি শক্তিশালী রিস্ক কালচার আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি করে।
৬. **ক্ষতি হ্রাস:** এটি অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ ও দুর্বল নিয়ন্ত্রণজনিত ক্ষতির পরিমাণ ও ঘনত্ব কমিয়ে আনে।

প্রশ্ন-12. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সংস্কৃতি পরিচালনার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

MetaMentor Center

একটি প্রতিষ্ঠানে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সংস্কৃতি কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা উচিত, যার মধ্যে নিচের ধাপগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে:

১. **কাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি সংস্কৃতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন (Define/Steer Target Risk Culture):**
   - কাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি সংস্কৃতির একটি স্পষ্ট রূপ নির্ধারণ করতে হবে।
   - প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ চিহ্নিত করা জরুরি।

২. **বর্তমান অবস্থা পরিমাপ (Measure Current State):**
   - সমীক্ষা, অডিট ও কর্মীদের মতামত সংগ্রহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ঝুঁকি সংস্কৃতি মূল্যায়ন করতে হবে।

- এর মাধ্যমে শক্তিশালী ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

৩. **ব্যবধান বিশ্লেষণ (Gap Analysis):**
- বর্তমান ঝুঁকি সংস্কৃতি ও কাঙ্ক্ষিত সংস্কৃতির মধ্যে তুলনা করে কোথায় উন্নতির প্রয়োজন তা চিহ্নিত করতে হবে।

৪. **সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ (Design Corrective Actions):**
- প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, যোগাযোগ পরিকল্পনা ও সংশোধিত নীতিমালার মাধ্যমে পরিবর্তন বাস্তবায়ন করতে হবে।

উদাহরণ: একটি ব্যাংক যদি ঝুঁকি নীতিমালা সম্পর্কে কর্মীদের সচেতনতা পরিমাপ করে, এবং সচেতনতার ঘাটতি চিহ্নিত করে, তবে তারা বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে, যাতে কর্মীদের ঝুঁকি মেনে চলার সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন-13. এমন কিছু ক্ষেত্র উল্লেখ করুন যেখানে ব্যাংকের নিজস্ব ঝুঁকির কৌশল থাকা উচিত।

১. **ক্রেডিট রিস্ক:** ঋণগ্রহীতাদের ঋণ বা ক্রেডিট পণ্যে খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি পরিচালনা করার কৌশল থাকতে হবে।

২. **মার্কেট রিস্ক:** সুদের হার, বৈদেশিক মুদ্রার হার, বা বাজার মূল্যের ওঠানামার কারণে সম্ভাব্য ক্ষতির সমাধান করার মতো ক্ষমতা থাকতে হবে।

৩. **অপারেশনাল রিস্ক:** অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া, সিস্টেম বা মানব ত্রুটি থেকে উদ্ভূত ঝুঁকি হ্রাস করার কৌশল থাকতে হবে।

৪. **তারল্য ঝুঁকি:** আর্থিক বাধ্যবাধকতা পূরণ এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলি পরিচালনা করার জন্য পর্যাপ্ত তহবিল নিশ্চিত করতে হবে।

৫. **কমপ্লায়েন্স ঝুঁকি:** নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা মেনে চলা এবং জরিমানা এড়ানোর মতো বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

৬. **সম্মানজনক ঝুঁকি:** ব্যাংকের ভাবমূর্তি এবং ব্র্যান্ডের সুনাম রক্ষা করতে হবে।

৭. **সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি:** সাইবার হুমকি এবং ডেটা লঙ্ঘন থেকে রক্ষা করে চলতে হবে।

৮. **কৌশলগত ঝুঁকি:** ব্যবসায়িক কৌশল এবং সিদ্ধান্তের সাথে যুক্ত সম্ভাব্য ঝুঁকির মূল্যায়ন করতে হবে।

প্রশ্ন-14. ঝুঁকি প্রবৃত্তি (appetite) কি? ঝুঁকি প্রবৃত্তি (appetite) বিবৃতি বিকাশ ঝুঁকি হ্রাস করতে সাহায্য করে কেন? BPE-98th BPE-96th BPE-99th

অথবা,একটি ব্যাংকের ঝুঁকি ক্ষুধা বলতে কী বুঝায়? 7th.BPE

ঝুঁকিপূর্ণ প্রবৃত্তি বা **Risk Appetite** বলতে বোঝায় কোনো প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতটুকু ঝুঁকি গ্রহণ করতে প্রস্তুত। এটি সহজভাবে বোঝাতে মশলাদার খাবারের উদাহরণ দেওয়া যায়—যেমন কেউ অল্প ঝাল খেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, কিন্তু অতিরিক্ত ঝাল গ্রহণ করতে চায় না।

একইভাবে, ব্যবসায়িক প্রেক্ষাপটে ঝুঁকিপূর্ণ প্রবৃত্তি নির্ধারণ করে দেয় একটি প্রতিষ্ঠান কতখানি ঝুঁকি গ্রহণকে গ্রহণযোগ্য মনে করে এবং কোন মাত্রার ঝুঁকি এড়িয়ে চলতে চায়। একটি **Risk Appetite Statement** মূলত প্রতিষ্ঠানের এই অবস্থানকে স্পষ্ট করে, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকি গ্রহণে সম্মত, তবে অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি গ্রহণে অনিচ্ছুক।

MetaMentor Center

কেন এটা সহায়ক?

১. **স্পষ্ট সীমা:** বিবৃতিটি কোন ধরণের ঝুঁকি ঠিক আছে এবং কতটা ঝুঁকি খুব বেশি তার উপর স্পষ্ট সীমানা নির্ধারণ করে।

২. **তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত:** ঝুঁকির প্রবৃত্তি জানা ম্যানেজারদের আরও ভাল সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে যা ঝুঁকির জন্য কোম্পানির স্বাচ্ছন্দ্য স্তরের সাথে সারিবদ্ধ করে।

৩. **টিম অ্যালাইনমেন্ট:** কোম্পানির প্রত্যেকেই বুঝতে পারে ঝুঁকির গ্রহণযোগ্য স্তর কী এটি একসাথে কাজ করা সহজ করে তোলে।

৪. **ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ:** আপনার সীমা জানা আপনাকে এমন বেশি ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত রাখে, যা কোম্পানির ক্ষতি করতে পারে।

৫. **আস্থা:** শেয়ারহোল্ডার এবং গ্রাহকরা আরও আত্মবিশ্বাসী বোধ করেন যদি তারা জানেন যে কোম্পানির ঝুঁকি পরিচালনা করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে।

সুতরাং, একটি ঝুঁকি প্রবৃত্তি বিবৃতি থাকা কোম্পানিকে আরও কার্যকরভাবে ঝুঁকি পরিচালনা করতে সাহায্য করে এবং সবাইকে একই পৃষ্ঠায় রাখে।

প্রশ্ন-15. একটি ব্যাংকের ঝুঁকি এবং ঝুঁকির প্রতিক্রিয়ার কৌশলের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করুন। BPE-98th. অথবা, একটি ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল (Risk Management Strategy) কীভাবে ঝুঁকি ক্ষুধার (Risk Appetite) সাথে সম্পর্কিত?BPE-7th

ব্যাংকের ঝুঁকি সক্ষমতা এবং সেই ঝুঁকি মোকাবেলার কৌশল এর মধ্যে সম্পর্ক নিচে আলোকপাত করা হলো:

১. **সক্ষমতা বোঝা:** ঝুঁকির সক্ষমতা একটি ব্যাংককে তার লক্ষ্য পূরণের জন্য কতটা ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। আপনি আপনার খাবার কতটা মশলাদার চান তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো - কিছু ব্যাংক অধিক ঝুঁকি পছন্দ করে অথবা কম ঝুঁকি পছন্দ করে।

২. **মেনু নির্বাচন করা:** ব্যাংক তার সক্ষমতা জানলে ঝুঁকির কৌশল বেছে নিতে সহজ হয়। উদাহরন স্বরূপ: আপনি কতটা মশলা পরিচালনা করতে পারেন তার উপর ভিত্তি করে কোন খাবারগুলি অর্ডার করবেন তা বেছে নেওয়ার মতো। যদি ব্যাংকের ঝুঁকি কম থাকে, তবে এটি নিরাপদ বিকল্পগুলির জন্য যেতে পারে, যখন একটি উচ্চ-ঝুঁকির ক্ষুধা আরও দুঃসাহসিক পছন্দের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

৩. **স্বাদের ভারসাম্য:** ঝুঁকি প্রতিক্রিয়া কৌশলটি ব্যাংকের ঝুঁকির ক্ষুধার সাথে মেলে। এটি নিশ্চিত করার মতো যে খাবারটি আপনার পছন্দের স্বাদ অনুযায়ী হয়েছে – অত্যধিক মশলা অস্বস্তিকর হতে পারে, যেমন খুব বেশি ঝুঁকি বিপজ্জনক হতে পারে।

ঝুঁকির প্রতিক্রিয়া কৌশলের সাথে ঝুঁকির ক্ষুধা সারিবদ্ধ করে, ব্যাংকগুলি নিশ্চিত করতে পারে যে তারা তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সঠিক পরিমাণ ঝুঁকি নিচ্ছে।

প্রশ্ন-16. ঝুঁকি প্রবৃত্তি/ appetite উদ্দেশ্য কি? BPE-98th. BPE-7th.

ঝুঁকি প্রবৃত্তি উদ্দেশ্য হল:

১. **সীমানা নির্ধারণ করা:** সংস্থাটি তার উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের জন্য কত টুকু ঝুঁকি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ঝুঁকির স্তরটি স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা।

২. **নীতিমালাভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** ঝুঁকি গ্রহণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি কাঠামো প্রদান করা।

৩. **প্রতিকূলতা মোকাবেলার সক্ষমতা বৃদ্ধি:** গ্রহণযোগ্য ঝুঁকি পরামিতিগুলির মধ্যে প্রতিকূল ঘটনাগুলি সহ্য করার জন্য সংস্থার ক্ষমতা নিশ্চিত করা।

৪. **কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্য করা:** নিশ্চিত করা যে ঝুঁকি নেওয়া হয়েছে তা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কৌশলগত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৫. **ঝুঁকিগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া:** সংস্থার উপর তাদের তাৎপর্য এবং সম্ভাব্য প্রভাবের ভিত্তিতে ঝুঁকিগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে সহায়তা করা।

MetaMentor Center

৬. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা:** কার্যকরভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং প্রশমিত করার জন্য সম্পদ বরাদ্দের সুবিধা দেওয়া।

সামগ্রিকভাবে, ঝুঁকি প্রবৃত্তি ঝুঁকি গ্রহণ, স্থিতিশীলতা প্রচার এবং সংস্থার দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যকে সমর্থন করার জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-17. ঝুঁকি গ্রহণের কাঠামোর উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

একটি ব্যাংকের ঝুঁকি গ্রহণের কাঠামো (Risk Appetite Framework - RAF) যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে:

১. **পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন (Board Approval):**
   - পরিচালনা পর্ষদ প্রতি বছর অন্তত একবার ঝুঁকি গ্রহণ কাঠামো পর্যালোচনা ও অনুমোদন করবে।

২. **কৌশলগত সামঞ্জস্য (Alignment with Strategy):**
   - এটি প্রতিষ্ঠানের কৌশল, লক্ষ্য এবং স্টেকহোল্ডারদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৩. **সম্পূর্ণ কভারেজ (Comprehensive Coverage):**
   - সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে, যেখানে **প্রত্যাশিত ঝুঁকি ও এড়ানো ঝুঁকির পছন্দ** নির্ধারণ করা হবে।

৪. **ঝুঁকি নথিভুক্তকরণ (Risk Documentation):**
   - ঝুঁকিগুলো **ঝুঁকি নিবন্ধনে (Risk Register) স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ** করতে হবে।
   - এর মধ্যে ঝুঁকির সংজ্ঞা, দায়িত্বশীল ব্যক্তি, পরিমাপের সময়কাল, অনুমান, তীব্রতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি প্রকাশের গতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৫. **ক্ষতির সহনশীলতা (Loss Tolerances):**
   - ব্যবসার অংশ হিসেবে ক্ষতি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণযোগ্য, তাই এই কাঠামোতে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক লক্ষ্য অনুযায়ী ক্ষতির সীমা নির্ধারণ থাকতে হবে।

৬. **সম্পদ বরাদ্দ (Resource Allocation):**
   - ঝুঁকি নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ ও প্রযুক্তিগত সম্পদ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ঝুঁকি সময়মতো চিহ্নিত ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

এই উপাদানগুলো নিশ্চিত করলে একটি ব্যাংক কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যবসায়িক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারে।

প্রশ্ন-18. একটি ব্যাংক কীভাবে একটি ঝুঁকি প্রবৃত্তি কাঠামো (RAF) বিকাশ এবং গ্রহণ করা যায় তা আলোচনা করুন।

একটি ব্যাংকে ঝুঁকি প্রবৃত্তি ফ্রেমওয়ার্ক (RAF) তৈরি করা এবং তা বাস্তবায়ন করা:

১. **বর্তমান ঝুঁকি প্রোফাইল মূল্যায়ন করা:** বিদ্যমান ঝুঁকি, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুশীলন এবং ঝুঁকি সহনশীলতার মাত্রা মূল্যায়ন করা।

MetaMentor Center

২. **ঝুঁকি সহনশীলতা সংজ্ঞায়িত করা:** বিভিন্ন ঝুঁকি বিভাগের জন্য স্পষ্ট ঝুঁকি সহনশীলতা থ্রেশহোল্ড স্থাপন করা।

৩. **স্টেকহোল্ডারদের অন্তর্ভুক্ত করা:** বাই-ইন এবং ইনপুট লাভের জন্য সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট এবং বোর্ড সদস্য সহ মূল স্টেকহোল্ডারদের অন্তর্ভুক্ত করা।

৪. **ঝুঁকি সীমা স্থাপন করা:** ঝুঁকি এক্সপোজার নিরীক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট ঝুঁকি সীমা এবং মূল ঝুঁকি সূচক সেট করা।

৫. **যোগাযোগ:** বোঝাপড়া এবং সারিবদ্ধতা নিশ্চিত করতে কার্যকরভাবে পুরো সংস্থা জুড়ে RAF এর সাথে যোগাযোগ করা।

৬. **কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ:** RAF কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় একীভূত করুন এবং নিয়মিতভাবে এর কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা।
৭. **ক্রমাগত উন্নতি:** ব্যাংকের ঝুঁকি প্রোফাইল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্যগুলি বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে RAF কে মানিয়ে নেওয়া।

একটি কার্যকর RAF গ্রহণ করা ব্যাংক কে সুবিবেচিত সিদ্ধান্ত নিতে, স্থিতিস্থাপকতা বাড়াতে এবং বিচক্ষণতার সাথে ঝুঁকিগুলি পরিচালনা করার সময় তার ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের ক্ষমতা দেয়।

প্রশ্ন-19. ঝুঁকি মূল্যায়ন (Risk Assessment) বলতে কী বুজায়? ব্যাংকগুলোতে সাধারণত ব্যবহৃত ঝুঁকি মূল্যায়ন কৌশলগুলো কী কী? (BPE-5th.)

ঝুঁকি মূল্যায়ন হল সম্ভাব্য ঝুঁকি সনাক্তকরণ এবং মূল্যায়ন করার প্রক্রিয়া যা একজন ব্যক্তি বা সংস্থাকে সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করে। এতে ঝুঁকি হওয়ার সম্ভাবনা এবং এর সম্ভাব্য প্রভাব কি হতে পারে সে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে। ঝুঁকি মূল্যায়নের লক্ষ্য হল ঝুঁকির তাৎপর্য মূল্যায়ন করা এবং যথাযথ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশলগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং পরিকল্পনা করা। এর মাধ্যমে ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলি সম্ভাব্য নেতিবাচক দিকগুলি প্রশমিত করে এবং তাদের লক্ষ্যগুলি আরও কার্যকরভাবে অর্জন করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, একটি নতুন রেস্তোরাঁ খোলার আগে, একটি ঝুঁকি মূল্যায়নের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা, গ্রাহক সন্তুষ্টি এবং প্রতিযোগিতার মতো সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি চিহ্নিত করা অন্তর্ভুক্ত। মূল্যায়ন এই ঝুঁকি ঘটার সম্ভাবনা এবং তাদের সম্ভাব্য পরিণতি বিশ্লেষণ করবে। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে, রেস্টুরেন্টের মালিক প্রতিটি ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য কৌশল তৈরি করতে পারেন যেমন কঠোর খাদ্য নিরাপত্তা প্রোটোকল প্রয়োগ করা, গ্রাহক জরিপ পরিচালনা করা এবং প্রতিযোগীদের থেকে আলাদা হওয়ার জন্য অনন্য মেনু আইটেম অফার করা। সম্ভাব্য নেতিবাচক ফলাফল কমিয়ে ঝুঁকি মূল্যায়ন ব্যবসায়িকদের চ্যালেঞ্জ এবং সাফল্যের পরিকল্পনা করতে সাহায্য করে।

ব্যাংকগুলোতে ব্যবহৃত সাধারণ ঝুঁকি মূল্যায়ন কৌশলগুলো হলোঃ

১. **Risk Control Self-Assessment (RCSA):** প্রত্যেক বিভাগের নিজস্ব কর্মীরা তাদের কার্যক্রমে বিদ্যমান ঝুঁকি এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিজেরাই মূল্যায়ন করে।
২. **স্কোরকার্ড (Scorecards):** বিভিন্ন ঝুঁকিকে ওজনযুক্ত স্কোরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করে, যাতে বিভিন্ন বিভাগের ঝুঁকির মাত্রা তুলনা করা যায়।
৩. **পরিমাণগত বিশ্লেষণ (Quantitative Analysis):** সংখ্যা, তথ্য এবং গাণিতিক মডেল (যেমন: Monte Carlo Simulation) ব্যবহার করে ঝুঁকি পরিমাপ করা হয়।
৪. **গুণগত বিশ্লেষণ (Qualitative Analysis):** যেখানে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায় না, সেখানে বিশেষজ্ঞদের মতামত ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ঝুঁকি মূল্যায়ন করা হয়।
৫. **Risk Likelihood and Impact Matrix:** এই কৌশলে ঝুঁকির সম্ভাবনা এবং সম্ভাব্য ক্ষতির মাত্রা একসাথে বিশ্লেষণ করা হয়, যা ঝুঁকির অগ্রাধিকারের ভিত্তি স্থাপন করে।
৬. **Key Risk Indicators (KRIs):** এগুলো হলো আগাম সতর্ক সংকেত, যা সম্ভাব্য বা বৃদ্ধি পাচ্ছে এমন ঝুঁকির ইঙ্গিত দেয় এবং সময়মতো ব্যবস্থা নিতে সহায়তা করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-20. ঝুঁকি মোকাবিলা' (risk treatment) বলতে কী বোঝ? বিভিন্ন ঝুঁকি অপসারনের বিকল্প/কৌশল নিয়ে আলোচনা করুন। BPE-98th.

অথবা, একটি ব্যাংক সাধারণত যে সব ঝুঁকি নিরসন কৌশল গ্রহণ করে তা ব্যাখ্যা করুন। BPE-6th.

ঝুঁকি মোকাবিলা বলতে কার্যকরভাবে চিহ্নিত ঝুঁকিগুলি পরিচালনা বা প্রশমিত করার জন্য ব্যবস্থা নির্বাচন এবং বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এর লক্ষ্য একটি গ্রহণযোগ্য স্তরে ঝুঁকির সম্ভাবনা বা প্রভাব হ্রাস করা। বিভিন্ন ঝুঁকি অপসারনের কৌশলের মধ্যে রয়েছে:

১. **এড়িয়ে চলা:** উচ্চ ঝুঁকি তৈরি করে এমন ঘটনা রোধ করতে ক্রিয়াকলাপ বা এক্সপোজারগুলি বাদ দেওয়া।
২. **হ্রাস:** ঝুঁকির সম্ভাবনা বা প্রভাব কমানোর জন্য নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা।
৩. **হস্তান্তর:** ঝুঁকির দায়িত্ব অন্য পক্ষের কাছে স্থানান্তর করা, যেমন বীমা বা আউটসোর্সিং।
৪. **গ্রহণযোগ্যতা:** নিম্ন-স্তরের ঝুঁকির ক্ষেত্রে স্বীকার করা এবং সচেতনভাবে ঝুঁকি বহন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রযোজ্য।
৫. **বহুমুখীকরণ:** কেন্দ্রীভূত ঝুঁকি কমাতে বিভিন্ন এলাকায় বিনিয়োগ বা এক্সপোজার ছড়িয়ে দেওয়া।
৬. **ঝুঁকি মোকাবিলা পরিকল্পনা:** অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলি পরিচালনা এবং পুনরুদ্ধার করার জন্য প্রতিক্রিয়া/রেসপন্স পরিকল্পনা করা।

প্রশ্ন-21. সংঘটনের ঝুঁকির তীব্রতা এবং সম্ভাবনা বিবেচনা করে, কীভাবে ঝুঁকির মোকাবিলা করা উচিত?

প্রতিষ্ঠানে কোনো ঝুঁকির প্রভাব কতটা ক্ষতিকর এবং সেটি ঘটার সম্ভাবনা কতটুকু—এই দুটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ঝুঁকি মোকাবিলার (Risk Treatment) কৌশল নির্ধারণ করা উচিত। এটি এমনভাবে করতে হবে যেন তা প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি গ্রহণের সক্ষমতার (Risk Appetite) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
ঝুঁকির তীব্রতা এবং সম্ভাব্যতার ওপর ভিত্তি করে একে ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করে সমাধান করা যায়:

১. **উচ্চ ঝুঁকি, উচ্চ সম্ভাবনা (High Risk, High Probability):** এ ধরনের ঝুঁকিগুলোর প্রভাব যেমন মারাত্মক, তেমনি এগুলো ঘটার সম্ভাবনাও অনেক বেশি থাকে। তাই এগুলোকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সমাধান করতে হবে। এক্ষেত্রে ঝুঁকি পুরোপুরি এড়িয়ে চলা (Avoidance), ঝুঁকি প্রশমন বা কমানোর ব্যবস্থা করা (Reduction) অথবা বীমার মাধ্যমে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া বা স্থানান্তর (Transfer) করার মতো কৌশল গ্রহণ করতে হবে।
২. **উচ্চ ঝুঁকি, কম সম্ভাবনা (High Risk, Low Probability):** এসব ঝুঁকির প্রভাব অত্যন্ত গুরুতর হলেও বাস্তবে ঘটার সম্ভাবনা বেশ কম থাকে। এ ধরনের ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য একটি শক্তিশালী **'জরুরী বা আপৎকালীন পরিকল্পনা' (Contingency Plan)** তৈরি করে রাখা উচিত (যাকে সোর্স ডকুমেন্টে ভুলভাবে 'আতঙ্কজনক পরিকল্পনা' বলা হয়েছিল)। ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিষ্ঠান চাইলে এই ঝুঁকি স্বাভাবিকভাবে মেনে বা গ্রহণও (Acceptance) করতে পারে।
৩. **নিম্ন ঝুঁকি, উচ্চ সম্ভাবনা (Low Risk, High Probability):** এ ধরনের ঘটনাগুলো প্রায়শই ঘটে থাকে, কিন্তু এর ফলে ক্ষতির পরিমাণ খুবই সামান্য বা ছোটখাটো হয়। এগুলোকে মূলত ঝুঁকি হ্রাসকরণ (Reduction) পদ্ধতির মাধ্যমে অথবা সাধারণ মাত্রায় মেনে নেওয়ার (Acceptance) মাধ্যমে সহজেই পরিচালনা করা যায়।
৪. **নিম্ন ঝুঁকি, কম সম্ভাবনা (Low Risk, Low Probability):** এই ঝুঁকিগুলোর কোনো বড় নেতিবাচক প্রভাব নেই বললেই চলে এবং এগুলো ঘটার সম্ভাবনাও খুব বিরল। তাই এগুলোর জন্য কোনো অতিরিক্ত সময় বা অর্থ ব্যয় না করে প্রতিষ্ঠান এগুলোকে কোনো অতিরিক্ত চিকিৎসা বা ব্যবস্থা ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ (Accept) করে নিতে পারে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-22. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় তিন স্তরের প্রতিরক্ষা মডেল ব্যাখ্যা করুন।

তিন স্তরের প্রতিরক্ষা মডেল (Three Lines of Defense Model) একটি কাঠামো, যা প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

1. **প্রথম স্তরের প্রতিরক্ষা (First Line of Defense):**
   - প্রতিষ্ঠানের ফ্রন্টলাইন কর্মীরা এই স্তরে কাজ করে।
   - তারা প্রতিদিনের কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রের ঝুঁকি চিহ্নিত ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে।

2. **দ্বিতীয় স্তরের প্রতিরক্ষা (Second Line of Defense):**
    - ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, কমপ্লায়েন্স ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এই স্তরে অন্তর্ভুক্ত।
    - তারা প্রথম স্তরকে তদারকি ও সহায়তা করে এবং নিশ্চিত করে যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।
3. **তৃতীয় স্তরের প্রতিরক্ষা (Third Line of Defense):**
    - অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা (Internal Audit) বিভাগ এই স্তরে কাজ করে।
    - তারা স্বাধীনভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সঠিকভাবে কার্যকর হচ্ছে কিনা তা যাচাই করে।

এই মডেল স্পষ্টভাবে দায়িত্ব বণ্টন করে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সুরক্ষা নিশ্চিত করে এবং প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন-23. একটি ঝুঁকি শাসন কাঠামো (governance framework) কি? এই কাঠামোর মূল ভূমিকা এবং কার্যাবলী আলোচনা করুন।

ঝুঁকি পরিচালনা কাঠামো একটি সংস্থার মধ্যে ঝুঁকি পরিচালনার জন্য রূপরেখা দেয়। এটি কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার যোগাযোগের চ্যানেলগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে। ঝুঁকি পরিচালনার কাঠামোর মূল ভূমিকা এবং ফাংশনগুলির মধ্যে রয়েছে:

১. **পরিচালনা পর্ষদ:** এর কাজ হলো ঝুঁকির প্রবৃত্তি নির্ধারণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার তদারকি করা এবং কৌশলগত লক্ষ্যগুলির সাথে সারিবদ্ধতা নিশ্চিত করা।

২. **ঝুঁকি কমিটি:** ঝুঁকি তত্ত্বাবধানে বোর্ডকে সহায়তা করা এবং ঝুঁকি মূল্যায়ন ও প্রশমনে দক্ষতা প্রদান করা এ সমস্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে।

৩. **চিফ রিস্ক অফিসার (CRO):** এর কাজ হলো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ফাংশনে নেতৃত্ব দেওয়া এবং ঝুঁকি-সম্পর্কিত কার্যক্রম সমন্বয় করা।

৪. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপক:** তাদের নিজ নিজ দায়িত্বের ক্ষেত্রে ঝুঁকি চিহ্নিত করা এবং পরিচালনা করা এর কাজ।

৫. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ফাংশন:** ঝুঁকি নীতি, পদ্ধতি, এবং কাঠামোর উন্নয়ন, এবং ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং চিকিৎসা সমর্থন করে।

একটি সুগঠিত ঝুঁকি পরিচালনার কাঠামো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য একটি পদ্ধতিগত পদ্ধতি নিশ্চিত করে, জবাবদিহিতা বাড়ায় এবং সংস্থার দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যকে সমর্থন করে।

প্রশ্ন-24. কীভাবে কার্যকর কর্পোরেট গভর্নেন্স একটি ব্যাংককে ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে? BPE-98th.

MetaMentor Center

কার্যকর কর্পোরেট গভর্ন্যান্স হল জাহাজে ভাল ক্যাপ্টেন এর মত, রুক্ষ জলের মধ্য দিয়ে নিরাপদে গাইড করা। এটি কীভাবে ব্যাংকগুলিকে ঝুঁকি পরিচালনা করতে সহায়তা করে তা এখানে:

১. **সুস্পষ্ট দিকনির্দেশ:** সুশাসন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সহ কীভাবে কাজ করতে হবে তার উপর নিয়ম এবং নির্দেশিকা নির্ধারণ করে।

২. **জবাবদিহিতা:** এটি নিশ্চিত করে যে ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তা থেকে কর্মচারী পর্যন্ত প্রত্যেকেই তাদের কর্মের জন্য দায়ী। এটি সতর্কতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে উৎসাহিত করে এবং ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের সম্ভাবনা হ্রাস করে।

৩. **স্বচ্ছতা:** শক্তিশালী প্রশাসনিক অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যাংকগুলি তাদের কার্যক্রম এবং ঝুঁকি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারনা দেয়। এটি বিনিয়োগকারীদের এবং গ্রাহকদের ব্যাংকের প্রতি আরও আস্থা রাখতে সাহায্য করে।

৪. **ঝুঁকি তত্ত্বাবধান:** সুশাসনের সাথে পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা ঝুঁকির নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন জড়িত। তারা সম্ভাব্য সমস্যাগুলিকে তাড়াতাড়ি শনাক্ত করতে পারে এবং তাদের আরও খারাপ হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা নিতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, কার্যকর কর্পোরেট গভর্নেন্স দায়িত্ব ও স্বচ্ছতার সংস্কৃতি তৈরি করে, যা ব্যাংকগুলিকে ঝুঁকির প্রতি আরও স্থিতিস্থাপক করে তোলে।

প্রশ্ন-25. ব্যাংকে তিন স্তরের প্রতিরক্ষা মডেল (Three Lines of Defense Model) কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।

একটি ব্যাংকে তিন স্তরের প্রতিরক্ষা মডেল সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে:

১. **দায়িত্ব স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা:**
   - প্রতিটি স্তরের দায়িত্ব ও কার্যক্রম স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে, যাতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি না থাকে।

২. **যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা:**
   - তিনটি স্তরের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

৩. **প্রশিক্ষণ প্রদান:**
   - প্রতিটি স্তরের কর্মীদের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও সহায়তা নিশ্চিত করতে **হবে**, যাতে তারা ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

৪. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরি করা:**
   - একটি সুসংগঠিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো গঠন করতে হবে, যাতে নীতিমালা, পদ্ধতি ও ঝুঁকি মূল্যায়ন পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত থাকে।

৫. **পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন:**
   - মডেলের কার্যকারিতা নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে, যাতে উন্নয়নের সুযোগ চিহ্নিত করা যায় এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়।

৬. **নেতৃত্বের সম্পৃক্ততা:**
   - ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার সহায়তা ও অনুমোদন নিশ্চিত করতে হবে, যাতে এই মডেল সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়।

৭. **অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা:**
   - অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাখা উচিত, যাতে তারা নিরপেক্ষ মূল্যায়ন প্রদান করতে পারে।

এই ধাপগুলো অনুসরণ করলে, ব্যাংক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারবে এবং একটি শক্তিশালী ও নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-26. ব্যাংকের তিন স্তরের প্রতিরক্ষা মডেলের উপকারিতা কী?

অথবা, পরিচালন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় তিন স্তরের প্রতিরক্ষা মডেলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। BPE-98th

ব্যাংকের তিন স্তরের প্রতিরক্ষা মডেল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা প্রদান করে, যা একটি কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে:

1. **উন্নত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা:** দায়িত্ব ও কার্যক্রম স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করার মাধ্যমে ঝুঁকি চিহ্নিত, নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ সহজ হয়।
2. **উন্নত কর্পোরেট শাসন (Governance):** এই মডেল দায়িত্বশীলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে, যা কর্পোরেট শাসনকে আরও কার্যকর করে।

3. **শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক পরিপালন:** ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশিকা ও শিল্পের মানদণ্ড মেনে চলতে সহায়তা করে, যা পরিপালন সংক্রান্ত ঝুঁকি হ্রাস করে।
4. **দক্ষ অপারেশন:** বিশেষায়িত দল গঠনের মাধ্যমে প্রতিটি স্তর নিজ নিজ কাজের উপর কেন্দ্রীভূত থাকতে পারে, যা পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
5. **কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ:** এই মডেল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করে যে, তা যথাযথভাবে কাজ করছে।
6. **স্টেকহোল্ডারদের আস্থা বৃদ্ধি:** একটি সুসংগঠিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া ব্যাংকের ওপর বিনিয়োগকারী, গ্রাহক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের আস্থা বাড়ায়।
7. **ঝুঁকি আগেভাগে সনাক্তকরণ:** এটি উদীয়মান ঝুঁকি আগেভাগে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে, যাতে ব্যাংক সময়মতো ঝুঁকি প্রশমনের ব্যবস্থা নিতে পারে।

এই মডেল ব্যাংকের স্থিতিশীলতা ও সহনশীলতা নিশ্চিত করে এবং পরিবর্তনশীল আর্থিক পরিবেশে সফলভাবে পরিচালিত হতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন-27. অন্তর্নিহিত ঝুঁকি কী?

অথবা, অন্তর্নিহিত ঝুঁকি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত নোট লিখুন (Inherent Risk)। (BPE-5th)

অন্তর্নিহিত ঝুঁকি (Inherent Risk) হল এমন একটি ঝুঁকি যা কোনো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আগে স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান থাকে। এটি একটি ঘটনার সম্ভাব্য প্রভাব এবং এর সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনার গুণফল দ্বারা নির্ধারিত হয়।

উদাহরণ:

1. **সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি:** যদি কোনো প্রতিষ্ঠান ফায়ারওয়াল বা অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার ছাড়া অনলাইন লেনদেন পরিচালনা করে, তবে সাইবার আক্রমণের অন্তর্নিহিত ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি থাকবে।
2. **কর্মচারী সংক্রান্ত ঝুঁকি:** একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীর সংখ্যা বেশি হলে ভুল বা প্রতারণার ঝুঁকি বৃদ্ধি পেতে পারে। যদি নিয়োগের সময় যাচাই-বাছাই বা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ না থাকে, তবে এই ঝুঁকি অনেক বেশি থাকবে।
3. **সরবরাহকারী ঝুঁকি:** যদি কোনো প্রতিষ্ঠান তার সরবরাহকারীকে সংবেদনশীল তথ্যের অ্যাক্সেস প্রদান করে, তবে এটি বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। যদি সরবরাহকারী ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তবে এই ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়।

অন্তর্নিহিত ঝুঁকি মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ঝুঁকিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করতে পারে এবং সুরক্ষার পরিকল্পনা করতে পারে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-28. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ কী?

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ (Risk Control) হল একটি প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি কমানো, প্রশমিত করা বা কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য গৃহীত নীতি, পদ্ধতি ও পদক্ষেপ। এটি সম্ভাব্য ক্ষতি প্রতিরোধে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগের মাধ্যমে ঝুঁকির প্রভাব হ্রাস করে।

উদাহরণ:

1. **সাইবার নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ:** একটি ব্যাংক যদি ফায়ারওয়াল ও এনক্রিপশন সফটওয়্যার ব্যবহার করে, তবে এটি ডিজিটাল সিস্টেমকে সাইবার আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখবে।

2. **আর্থিক লেনদেনের নিয়ন্ত্রণ:** প্রতারণা রোধে আর্থিক লেনদেনে দায়িত্ব পৃথকীকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হলে ঝুঁকি কমে যায়।
3. **ঋণ অনুমোদনে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ:** একটি ব্যাংকের ঋণ বিভাগ যদি ঋণ অনুমোদনের আগে ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থা ও ঋণ পরিশোধের ইতিহাস যাচাই করে, তবে এটি খেলাপি ঋণের ঝুঁকি হ্রাস করে এবং ব্যাংকের সম্পদ সুরক্ষিত রাখে।

নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন ঝুঁকির সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে পারে।

প্রশ্ন-29. নিয়ন্ত্রণের পরও থেকে যাওয়া ঝুঁকি (Residual Risk) বলতে কী বুজায়? ব্যাখ্যা কর। BPE-5th.

অবশিষ্ট ঝুঁকি (Residual Risk) হলো সেই ঝুঁকির মাত্রা যা নিয়ন্ত্রণ বা ঝুঁকি হ্রাসের কৌশল প্রয়োগের পরেও রয়ে যায়।এটি স্বীকার করে যে, কোনো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই ঝুঁকিকে পুরোপুরি দূর করতে পারে না। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কার্যকর না হলে, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলে, অথবা ঝুঁকির স্বভাবগত কারণে অবশিষ্ট ঝুঁকি থেকে যায়।

সংশোধিত সূত্র অনুযায়ী:

Residual Risk = Inherent Risk × Control Effectiveness

যেখানে—

• **Inherent Risk (অন্তর্নিহিত ঝুঁকি):** নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আগে ঝুঁকির মাত্রা।

• **Control Effectiveness (নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা):** ঝুঁকি কমাতে নিয়ন্ত্রণ কতটা কার্যকর তা নির্দেশ করে।

উদাহরণস্বরূপ: যদি Inherent Risk হয় ১০০ এবং Control Effectiveness হয় ০.৮ (অর্থাৎ ৮০%), তাহলে Residual Risk হবে:

Residual Risk = ১০০ × ০.৮ = ৮০

এটি বোঝায় যে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পরও **৮০ মাত্রার ঝুঁকি রয়ে গেছে,** যা অবশ্যই পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে।

সুতরাং, অবশিষ্ট ঝুঁকি মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণ একটি প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

প্রশ্ন-30. একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান কীভাবে তার ঝুঁকি সংস্কৃতি শক্তিশালী ও উন্নত করতে পারে? BPE-99th

একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি সংস্কৃতি শক্তিশালী ও উন্নত করতে **নিম্নলিখিত কার্যকর কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে:**

1. **লক্ষ্য ঝুঁকি সংস্কৃতি নির্ধারণ:** প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি স্পষ্ট ঝুঁকি সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।
2. **বর্তমান সংস্কৃতি মূল্যায়ন:** বর্তমান ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করে এর দুর্বলতা ও উন্নয়নের সুযোগ চিহ্নিত করতে হবে।
3. **সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ:** ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা দূর করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
4. **উন্মুক্ত যোগাযোগ নিশ্চিত করা:** কর্মীদের এমন পরিবেশ দিতে হবে, যেখানে তারা নির্ভয়ে ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য জানাতে পারে।
5. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশ করা:** প্রতিদিনের কার্যক্রম ও কৌশলগত পরিকল্পনার সাথে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংযুক্ত করতে হবে।
6. **প্রশিক্ষণ প্রদান:** কর্মীদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

MetaMentor Center

7. **প্রণোদনা নীতির সাথে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা যুক্ত করা:** ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতির যথাযথ অনুসরণের জন্য কর্মীদের পুরস্কৃত ও নিয়ম না মানলে শাস্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

উদাহরণ: একটি ব্যাংক যদি অন্যায় কার্যক্রম রিপোর্ট করার জন্য 'হুইসেলব্লোয়ার নীতি' চালু করে, তাহলে কর্মীরা অনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সহজেই তথ্য দিতে পারবে, যা দায়বদ্ধতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াবে।

প্রশ্ন-31. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন। BPE-97th

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে:

১. **নীতিমালা পরিপালন নিশ্চিত করা:**
    - পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদিত নীতিমালা ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করে।

২. **নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মূল্যায়ন:**
    - প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও শাসনব্যবস্থার কার্যকারিতা পর্যালোচনা করে।

৩. **ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ:**
    - ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করে।

৪. **ঝুঁকি-ভিত্তিক নিরীক্ষা পরিচালনা:**
    - প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোর ওপর নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৫. **নিয়ন্ত্রক সংস্থার পরিপালন নিশ্চিত করা:**
    - ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নীতিমালা ও বাহ্যিক নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশনার সাথে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে।

৬. **যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি:**
    - পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে ঝুঁকি সংক্রান্ত যোগাযোগের সেতুবন্ধন তৈরি করে।

৭. **প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব দেওয়া:**
    - ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে কার্যকর পরামর্শ প্রদান করে।

এই কার্যক্রমগুলো প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি সনাক্তকরণ, মূল্যায়ন ও প্রশমনের সক্ষমতা বাড়ায় এবং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-32. যদি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা প্রতিদিনের কার্যক্রমে ঝুঁকিপলিসি মেনে না চলে, তাহলে শক্তিশালী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি কার্যকর হবে না"—এই বক্তব্যে আপনার মতামত লিখুন। (BPE-5th.)

১. একটি সুসংগঠিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি বাস্তব পরিস্থিতিতে কাজে না লাগালে অকার্যকর হয়ে যায়।
২. ব্যাংকের ব্যবস্থাপনাকে প্রতিদিনের লেনদেন, বিনিয়োগ ও অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে নীতি অনুসরণ করতে হবে।
৩. বড় কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের নীতিটি ঋণ প্রদানে, সম্পদ বিনিয়োগে এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা উচিত।
৪. নীতিটি প্রতিদিন ব্যবহার না করলে ঝুঁকি অচিহ্নিত থেকে অর্থনৈতিক ক্ষতি বা নিয়ম লঙ্ঘন ঘটতে পারে।
৫. ঝুঁকিসচেতন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ অপরিহার্য।
৬. দৈনিক পর্যবেক্ষণ, রিপোর্টিং ও দায়বদ্ধতা বজায় রাখতে হবে যাতে নীতি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়।
৭. বোর্ড পর্যায়ে তদারকি এবং শক্তিশালী গভর্ন্যান্স কাঠামোই নীতিকে বাস্তবায়নের সাথে সংযুক্ত রাখে।

MetaMentor Center

কেস স্টাডি

কেস–১-ঝুঁকি গ্রহণ ক্ষমতা, ঝুঁকি সংস্কৃতি এবং ইআরএম পরিচালনা।

কেস পরিস্থিতি: ইউ জি সি ব্যাংক পিএলসি গত দুই বছরে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ ব্যাংকটি এসএমই ঋণ সম্প্রসারণ করেছে এবং নতুন ডিজিটাল পণ্য চালু করেছে। তবে ব্যাংকটি এখনো তার Risk Appetite Statement হালনাগাদ করেনি। ব্যবসায়িক ইউনিটগুলো মূলত প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে নতুন ঋণ অনুমোদন করছে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ (Risk Management Division) জানিয়েছে যে আগাম সতর্ক সংকেত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর মধ্যে এসএমই খাতে বকেয়া ঋণ বৃদ্ধি, নীতিমালার ঘন ঘন ব্যতিক্রম অনুমোদন এবং আক্রমণাত্মক ঋণ আদায় পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রাহকের অভিযোগ উল্লেখযোগ্য।

পরিচালনা পর্ষদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি (Board Risk Management Committee) নিয়মিতভাবে সভা করে না। এই কমিটি শুধুমাত্র বর্ণনামূলক প্রতিবেদন পায়, যেখানে Key Risk Indicators (KRI) অন্তর্ভুক্ত থাকে না।

ব্যাংকের সাংগঠনিক সংস্কৃতি "ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি আগে" এই ধারণাকে উৎসাহিত করে। কর্মীরা নেতিবাচক কর্মমূল্যায়নের আশঙ্কায় ঝুঁকি বা সমস্যা সম্পর্কে প্রতিবেদন করতে আগ্রহী নয়।

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকটিকে ব্যাখ্যা দিতে বলেছে যে ব্যাংকের ঝুঁকি গ্রহণের মাত্রা (Risk Appetite) এবং ঝুঁকি কৌশল (Risk Strategy) কীভাবে তার ব্যবসায়িক সম্প্রসারণ পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন- 01: ঝুঁকি সংস্কৃতি, ঝুঁকি কৌশল এবং ঝুঁকি গ্রহণের মাত্রা বিবেচনা করে এই ব্যাংকের প্রধান ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সমস্যাগুলো সনাক্ত করুন।

প্রশ্ন -02: প্রধান ঝুঁকিগুলোকে আর্থিক ঝুঁকি এবং অ-আর্থিক ঝুঁকিতে শ্রেণিবিন্যাস করুন এবং কেন এই ঝুঁকিগুলো গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করুন।

প্রশ্ন -03: ব্যবস্থাপনাকে এসব ঝুঁকি কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে সহায়তা করার জন্য উপযুক্ত কী ঝুঁকি সূচক (Key Risk Indicators) এবং একটি ঝুঁকি নিবন্ধন কাঠামো প্রস্তাব করুন।

প্রশ্ন -04: স্বল্পমেয়াদি সংশোধনী পদক্ষেপ এবং দীর্ঘমেয়াদি এন্টারপ্রাইজ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংস্কার প্রস্তাব করুন, যেখানে পরিচালনা পর্ষদ, বোর্ড ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি, এন্টারপ্রাইজ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি, প্রধান ঝুঁকি কর্মকর্তা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের ভূমিকা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

উত্তর:

প্রশ্ন -01: ঝুঁকি সংস্কৃতি, ঝুঁকি কৌশল এবং ঝুঁকি গ্রহণের মাত্রা সম্পর্কিত প্রধান ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সমস্যা

ইউ জি সি ব্যাংক পিএলসি বর্তমানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

- ব্যাংকটি Risk Appetite Statement হালনাগাদ না করেই এসএমই ঋণ এবং ডিজিটাল পণ্যে সম্প্রসারণ করেছে, ফলে গ্রহণযোগ্য ঝুঁকির মাত্রা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়নি।
- ব্যাংকের ঝুঁকি সংস্কৃতি দুর্বল, কারণ কর্মীরা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের চেয়ে ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।
- ব্যাংকের ঝুঁকি কৌশল ব্যবসায়িক কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, কারণ ঋণ অনুমোদন মূলত প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হচ্ছে, যথাযথ ঝুঁকি মূল্যায়নের ওপর নয়।
- Board Risk Management Committee নিয়মিতভাবে সভা করে না এবং কার্যকর ঝুঁকি তদারকি নিশ্চিত করতে পারছে না।

MetaMentor Center

- ব্যাংকটি Key Risk Indicators ব্যবহার করে না, যার ফলে উদীয়মান ঝুঁকি আগেভাগে সনাক্তকরণ ও পর্যবেক্ষণ সীমিত হয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন -02. প্রধান ঝুঁকিসমূহকে আর্থিক ঝুঁকি ও অ-আর্থিক ঝুঁকিতে শ্রেণিবিন্যাস:

আর্থিক ঝুঁকি (Financial Risks):

- **ঋণ পরিশোধ ঝুঁকি:** এসএমই খাতে বকেয়া ঋণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ঋণ খেলাপির ঝুঁকি বেড়েছে, যা ব্যাংকের মুনাফা ও মূলধনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
- **তারল্য ঝুঁকি:** যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই আক্রমণাত্মক ঋণ সম্প্রসারণ ব্যাংকের নগদ প্রবাহের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

নন-ফাইন্যান্সিয়াল ঝুঁকির (Non-Financial Risks):

- **অপারেশনাল ঝুঁকি:** নীতিমালার ঘন ঘন ব্যতিক্রম এবং দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের কারণে কার্যপ্রক্রিয়ায় ব্যর্থতার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **সুনাম ঝুঁকি:** আক্রমণাত্মক ঋণ আদায় পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রাহকের অভিযোগ ব্যাংকের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ক্ষুণ্ন করছে।
- **কমপ্লায়েন্স ঝুঁকি:** বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার সাথে অসামঞ্জস্য থাকায় নিয়ন্ত্রক শাস্তির ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

এই ঝুঁকিগুলো গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলো ব্যাংকের স্থিতিশীলতা, নিয়ন্ত্রক অবস্থান এবং দীর্ঘমেয়াদি টেকসই কার্যক্রমের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে।

প্রশ্ন -03. প্রস্তাবিত কেআরআই (KRIs) এবং ঝুঁকি রেজিস্টার কাঠামো

প্রস্তাবিত Key Risk Indicators (KRIs):

- এসএমই ঋণের বকেয়ার শতকরা হার।
- অনুমোদিত নীতিমালা ব্যতিক্রমের সংখ্যা।
- গ্রাহক অভিযোগের পরিমাণ।
- ঋণ আদায় নিয়ে বিরোধ বৃদ্ধি।
- অনুমোদিত ঝুঁকি গ্রহণের সীমার বিপরীতে ঋণের প্রবৃদ্ধির হার।

Risk Register এর কাঠামো:

- ঝুঁকির শ্রেণি, যেমন ক্রেডিট ঝুঁকি, অপারেশনাল ঝুঁকি, কমপ্লায়েন্স ঝুঁকি এবং সুনাম ঝুঁকি।
- ঝুঁকির বিস্তারিত বিবরণ।
- ঝুঁকির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা বিভাগ, যেমন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক ইউনিট বা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
- ঝুঁকির সম্ভাবনা এবং প্রভাবের মাত্রা।
- বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।
- সংশ্লিষ্ট Key Risk Indicators এবং নির্ধারিত সীমা।
- ঝুঁকি প্রশমনমূলক ব্যবস্থা এবং পর্যালোচনার তারিখ।

এই কাঠামো ব্যবস্থাপনাকে ঝুঁকি পদ্ধতিগত ও সময়োপযোগীভাবে পর্যবেক্ষণ করতে সহায়তা করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন -05. স্বল্পমেয়াদি সংশোধনী পদক্ষেপ এবং দীর্ঘমেয়াদি ERM সংস্কার।

স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপ:

১. ব্যাংকের Risk Appetite Statement অবিলম্বে হালনাগাদ করতে হবে।
২. Key Risk Indicators প্রবর্তন করতে হবে এবং সেগুলো নিয়মিতভাবে Board Risk Management Committee–এর নিকট উপস্থাপন করতে হবে।
৩. এসএমই ঋণের ক্রেডিট পর্যালোচনা প্রক্রিয়া এবং আগাম সতর্ক সংকেত ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।
৪. কর্মীদের শাস্তির ভয় ছাড়াই সমস্যা ও ঝুঁকি রিপোর্ট করতে উৎসাহিত করতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদি ERM সংস্কার:

১. Board: পরিচালনা পর্ষদ ঝুঁকি গ্রহণের মাত্রা অনুমোদন করবে, সামগ্রিক ERM তদারকি করবে এবং কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করবে।
২. BRMC: বোর্ড ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়মিত সভা আয়োজন করবে এবং KRIs–সহ ঝুঁকি ড্যাশবোর্ড পর্যালোচনা করবে।
৩. ERMC: এন্টারপ্রাইজ পর্যায়ে ঝুঁকি সনাক্তকরণ এবং ঝুঁকি প্রশমন কার্যক্রম সমন্বয় করবে।
৪. CRO: প্রধান ঝুঁকি কর্মকর্তা ঝুঁকি শাসনব্যবস্থার নেতৃত্ব দেবেন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবেন এবং সরাসরি পরিচালনা পর্ষদের নিকট প্রতিবেদন প্রদান করবেন।
৫. RMD: ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ করবে, ঝুঁকি নিবন্ধন সংরক্ষণ করবে এবং ঝুঁকি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যবসায়িক ইউনিটসমূহকে সহায়তা করবে।

কেস–২ (পরিচালন ঝুঁকি, সুরক্ষার তিন ধাপ এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ):

কেস পরিস্থিতি: এম জেড এক্স ব্যাংক পিএলসি সম্প্রতি বিভিন্ন শাখায় একাধিক অপারেশনাল ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। এসব ঘটনার মধ্যে রয়েছে লেনদেনের ভুল পোস্টিং, সাসপেন্স হিসাবের সমন্বয়ে বিলম্ব, ঘন ঘন সিস্টেম ডাউন হওয়া এবং ভুয়া হিসাব খোলা ও অননুমোদিত অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে সংঘটিত একটি অভ্যন্তরীণ জালিয়াতির ঘটনা।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে বারবার দায়িত্ব বিভাজনের দুর্বলতা, দুর্বল মেকার–চেকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত সিস্টেম অ্যাক্সেসের যথাযথ পর্যবেক্ষণের অভাব উল্লেখ করা হয়েছে। তবে শাখা ব্যবস্থাপনা এসব বিষয়কে “সাধারণ সমস্যা” হিসেবে বিবেচনা করেছে এবং কোনো কার্যকর সংশোধনী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। কমপ্লায়েন্স ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট একাধিকবার সতর্কবার্তা প্রদান করলেও পরবর্তী অনুসরণ কার্যক্রম দুর্বল ছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দল লক্ষ্য করেছে যে ব্যাংকের Three Lines of Defense সঠিকভাবে কার্যকর হচ্ছে না। এজন্য তারা অপারেশনাল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার জন্য একটি কার্যপরিকল্পনা জমা দিতে ব্যাংককে নির্দেশ দিয়েছে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-01. এই কেসে মানুষ (People), প্রক্রিয়া (Process), সিস্টেম (System) এবং বাহ্যিক ঘটনা (External Events)–এর অধীনে বিদ্যমান অপারেশনাল ঝুঁকির কারণগুলো সনাক্ত করুন।

প্রশ্ন -02. Three Lines of Defense–এর দুর্বলতা কীভাবে বারবার অপারেশনাল ঘটনার সৃষ্টি করেছে তা ব্যাখ্যা করুন।

প্রশ্ন -03. শাখাসমূহে অন্তর্নিহিত ঝুঁকি এবং অবশিষ্ট ঝুঁকি কমানোর জন্য তাৎক্ষণিক সংশোধনী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুপারিশ করুন।

প্রশ্ন -04. ঘটনা প্রতিবেদন ব্যবস্থা, Risk and Control Self-Assessment (RCSA), Key Risk Indicators (KRIs), কন্টিনজেন্সি পরিকল্পনা এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অনুসরণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে একটি টেকসই অপারেশনাল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রস্তাব করুন।

উত্তর:

প্রশ্ন -01. মানুষ, প্রক্রিয়া, সিস্টেম এবং বাহ্যিক ঘটনার অধীনে অপারেশনাল ঝুঁকির কারণসমূহ

মানুষজনিত ঝুঁকি (People Risk):

- কিছু কর্মচারী ভুয়া হিসাব খোলা এবং অননুমোদিত অর্থ স্থানান্তরের মতো কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল।
- কর্মীদের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও কমপ্লায়েন্স বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার অভাব ছিল।
- শাখা ব্যবস্থাপনা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণকে গুরুত্ব না দেওয়ায় ঝুঁকি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রক্রিয়াজনিত ঝুঁকি (Process Risk):

- মেকার ও চেকার কার্যক্রমের মধ্যে দায়িত্ব বিভাজন সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়নি।
- সাসপেন্স হিসাব সমন্বয়ে নিয়মিত বিলম্ব ঘটেছে।
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স পর্যবেক্ষণের ওপর দুর্বল অনুসরণ কার্যক্রম ছিল।

সিস্টেমজনিত ঝুঁকি (System Risk):

- ঘন ঘন সিস্টেম ডাউন হওয়ায় স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে।
- বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত সিস্টেম অ্যাক্সেসের ওপর দুর্বল নিয়ন্ত্রণ থাকায় অপব্যবহারের সম্ভাবনা বেড়েছে।

বাহ্যিক ঘটনার ঝুঁকি (External Event Risk):

- বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদনের কারণে নিয়ন্ত্রক ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে।
- জালিয়াতি ও সেবা ব্যাহত হওয়ার ফলে গ্রাহকের আস্থা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় সুনাম ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন -02. সুরক্ষার তিন ধাপ (Three Lines of Defense) ব্যবস্থার দুর্বলতা:

- **সুরক্ষার প্রথম ধাপ (ব্যবসায়িক ইউনিট):** শাখাসমূহ যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে এবং নিয়ন্ত্রণ দুর্বলতাকে নিয়মিত বা স্বাভাবিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করেছে।
- **সুরক্ষার দ্বিতীয় ধাপ (কমপ্লায়েন্স ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ):** সতর্কবার্তা প্রদান করা হলেও কার্যকর পর্যবেক্ষণ ও অনুসরণ কার্যক্রম দুর্বল ও অকার্যকর ছিল।
- **সুরক্ষার তৃতীয় ধাপ (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা):** অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার পর্যবেক্ষণ বারবার উঠে এলেও সেগুলোর সমাধান করা হয়নি, যা দুর্বল বাস্তবায়ন ও ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে যথাযথ অবহেলার প্রমাণ দেয়।

প্রশ্ন -03. অন্তর্নিহিত ঝুঁকি ও অবশিষ্ট ঝুঁকি কমানোর জন্য তাৎক্ষণিক সংশোধনী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা:

- সকল শাখায় কঠোরভাবে মেকার–চেকার পদ্ধতি এবং দায়িত্ব বিভাজন নিশ্চিত করতে হবে।
- সাসপেন্স হিসাব এবং ট্রানজিট হিসাব প্রতিদিন সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।
- বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত সিস্টেম অ্যাক্সেস নিয়মিতভাবে সীমিত ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- জালিয়াতিতে জড়িত কর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- অপারেশনাল ঝুঁকি এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে কর্মী প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে হবে।
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স পর্যবেক্ষণসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশ্ন -04. টেকসই অপারেশনাল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো:

MetaMentor Center

১. **ঘটনা প্রতিবেদন ব্যবস্থা (Incident Reporting):** অপারেশনাল ক্ষতি সংক্রান্ত ঘটনাগুলো নথিভুক্ত করা, প্রতিবেদন করা এবং বিশ্লেষণের জন্য একটি আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২. **Risk and Control Self-Assessment (RCSA):** শাখাসমূহকে নিয়মিতভাবে অপারেশনাল ঝুঁকি সনাক্ত করতে হবে এবং বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে হবে।

৩. **Key Risk Indicators (KRIs):** লেনদেন পোস্টিং ত্রুটির সংখ্যা, সিস্টেম ডাউনটাইমের পরিমাণ এবং অসম্পন্ন সমন্বয়ের সংখ্যা ইত্যাদি সূচক ব্যবহার করতে হবে।

৪. **জরুরি তহবিল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Contingency Planning):** ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতা পরিকল্পনা এবং দুর্যোগ পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে এবং নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

৫. **অনিয়ম বা দুর্বলতা নিরসনে দায়িত্ব বণ্টন (Internal Audit Follow-up):** ব্যবস্থাপনার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলোর কঠোর অনুসরণ ও নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে হবে।

তুলনা ও পার্থক্য

প্রশ্ন-01. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকি মূল্যায়ন মধ্যে পার্থক্য কি?

নির্ণায়ক	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management)	ঝুঁকি মূল্যায়ন (Risk Assessment)
১. সংজ্ঞা	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা হল লক্ষ্য অর্জনের জন্য ঝুঁকি সনাক্তকরণ, বিশ্লেষণ এবং হ্রাস করার পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া।	ঝুঁকি মূল্যায়ন হল ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ এবং তাদের সম্ভাব্য প্রভাব বোঝার জন্য মূল্যায়ন করার প্রক্রিয়া।
২. উদ্দেশ্য	অনিশ্চয়তা পরিচালনা, ঝুঁকি হ্রাস এবং সুযোগগুলি দখলের জন্য একটি কাঠামোগত পদ্ধতি প্রদান করা।	ঝুঁকি, তার ঘটার সম্ভাবনা এবং সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা তৈরি করা।
৩. পরিধি	বিস্তৃত, ঝুঁকি সনাক্তকরণ, মূল্যায়ন, অগ্রাধিকার, এবং চিকিৎসা (প্রশমন বা গ্রহণ) অন্তর্ভুক্ত।	সংকীর্ণ, শুধুমাত্র ঝুঁকি সনাক্তকরণ এবং মূল্যায়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি অংশ।

প্রশ্ন-02. অন্তর্নিহিত ঝুঁকি VS অবশিষ্ট ঝুঁকি BPE-6th.

বিষয়	Inherent Risk (অন্তর্নিহিত ঝুঁকি)	Residual Risk (অবশিষ্ট ঝুঁকি)
১. অর্থ	অন্তর্নিহিত ঝুঁকি হলো সেই ঝুঁকির মাত্রা, যা কোনো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা ঝুঁকি হ্রাসকারী পদক্ষেপ গ্রহণের আগেই বিদ্যমান থাকে।	অবশিষ্ট ঝুঁকি হলো সেই ঝুঁকির মাত্রা, যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও ঝুঁকি হ্রাসকারী পদক্ষেপ গ্রহণের পরও থেকে যায়।
২. নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্ক	এই ঝুঁকি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম বিবেচনা না করেই বিদ্যমান থাকে।	এই ঝুঁকি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা বিবেচনা করার পর বিদ্যমান থাকে।
৩. ঝুঁকির মাত্রা	এই ঝুঁকির মাত্রা সাধারণত বেশি থাকে, কারণ এখনো কোনো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে ঝুঁকি কমাতে সক্ষম হয়নি।	এই ঝুঁকির মাত্রা সাধারণত কম হয়, কারণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঝুঁকি কমায়, তবে সম্পূর্ণভাবে দূর করতে পারে না।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-03.পরিমাণগত বিশ্লেষণ (Quantitative Analysis) বনাম গুণগত বিশ্লেষণ.(Qualitative Analysis) BPE-6th.

বিষয়	Quantitative Analysis (পরিমাণগত বিশ্লেষণ)	Qualitative Analysis (গুণগত বিশ্লেষণ)

১. ভিত্তি	পরিমাণগত বিশ্লেষণ সংখ্যাগত তথ্য, অনুপাত এবং পরিসংখ্যানভিত্তিক মডেলের ওপর ভিত্তি করে করা হয়।	গুণগত বিশ্লেষণ বিচারবোধ, অভিজ্ঞতা এবং বর্ণনামূলক মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে করা হয়।
২. উপাদানের ধরন	এই বিশ্লেষণে আর্থিক অনুপাত, সম্ভাবনা এবং ক্ষতির পরিমাণের মতো পরিমাপযোগ্য উপাদান বিবেচনা করা হয়।	এই বিশ্লেষণে ব্যবস্থাপনার গুণমান, সুশাসন এবং ঝুঁকি সংস্কৃতির মতো অ-পরিমাপযোগ্য উপাদান বিবেচনা করা হয়।
৩. ফলাফলের প্রকৃতি	এই বিশ্লেষণের ফলাফল নিরপেক্ষ হয় এবং সহজে তুলনা করা যায়।	এই বিশ্লেষণের ফলাফল তুলনামূলকভাবে ব্যক্তিনির্ভর হলেও বিষয়টি সম্পর্কে গভীর ধারণা প্রদান করে।

প্রশ্ন-04. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ঐতিহ্যবাহী বিচ্ছিন্ন (Silo-based) পদ্ধতির সংকো এর কী পার্থক্য রয়েছে? BPE-6th.

দিক (Aspect)	**Enterprise Risk Management (ERM)**	**Traditional Silo-Based Risk Management**
১. **পদ্ধতি**	ERM পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের সকল ঝুঁকি সমন্বিতভাবে এবং পুরো প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবস্থাপনা করা হয়।	Silo-based পদ্ধতিতে প্রতিটি বিভাগ আলাদাভাবে নিজ নিজ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করে।
২. **ঝুঁকির দৃষ্টিভঙ্গি**	ERM মোট ঝুঁকি এক্সপোজারের উপর একটি সামগ্রিক ও সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে।	Silo-based পদ্ধতিতে ঝুঁকিকে আংশিক ও বিচ্ছিন্নভাবে দেখা হয়।
৩. **সমন্বয়**	ERM একটি কেন্দ্রীয় কাঠামোর অধীনে সকল ইউনিটের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করে।	Silo-based পদ্ধতিতে বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে খুব কম বা কোনো সমন্বয় থাকে না।

প্রশ্ন-05.ব্যাংকিং বুক বনাম ট্রেডিং বুক; (Banking book vs Trading book)BPE-7 th.

বিষয়	ব্যাংকিং বুক	ট্রেডিং বুক
সংজ্ঞা	ব্যাংকিং বুক বলতে ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্যে মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত সম্পদ ও দায়কে বুজায়।	ট্রেডিং বুক বলতে স্বল্পমেয়াদি লেনদেন ও মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ধারণকৃত আর্থিক উপকরণকে বুজায়।
উদ্দেশ্য	এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো সুদ আয় করা এবং নিয়মিত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা।	এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাজারে স্বল্পমেয়াদি মূল্য পরিবর্তন থেকে মুনাফা অর্জন করা।
সম্পদের প্রকৃতি	এতে ঋণ, অগ্রিম, আমানত এবং মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণকৃত বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত থাকে।	এতে শেয়ার, বন্ড, বৈদেশিক মুদ্রা এবং লেনদেনের জন্য ধারণকৃত ডেরিভেটিভ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

End of First Chapter

∞ অর্ডার করতে ক্লিক করুন: www.metamentorcenter.com
WhatsApp: 01310-474402